আজকের কাগজ

তারিখ ... 07 AUG 1996 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন '৯৬'র উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে

'২১ বছরে শিক্ষা হয়েছে পণ্য, উদ্দেশ্য হয়েছে মুনাফা'

কাগজ প্রতিবেদক ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে তার সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ব্যাপারে ইতিপূর্বে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগতমান রক্ষায় একই ধরনের নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা অপরিহার্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। গতকাল সকালে স্থানীয় একটি হোটেলে ব্র্যাক আয়োজিত 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন '৯৬' উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি রাজনৈতিক প্রভাবের উর্ধ্বে রাখা হবে। এমনকি শিক্ষা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শন কার্যক্রম সরকারি নিয়মনীতি অনুসারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বাইরে থাকবে। শেখ হাসিনা যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ডঃ কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি প্রস্তাবনা গ্রহণের জন্যে উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্টদের আহবান জানান। তিনি বলেন, এই সুপারিশের ভিত্তিতে একটি স্থানীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন বিশেষ অবদান রাখবে। সম্মেলনের উদ্যোগ যেন প্রতিবেদনে সীমাবদ্ধ না থাকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কর্মক্ষেত্রে যেন এর সুচিন্তিত সুপারিশমালা প্রতিফলিত হয় এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো সার্বজনীন। বিগত ২১ বছরে শিক্ষা হয়েছে পণ্য, উদ্দেশ্য হয়েছে মুনাফা অর্জন। শিক্ষাঙ্গনকে পরিণত করা হয়েছে সন্ত্রাসের লীলাভূমিতে। শিক্ষকের মন ও মানসিকতায় ঘটেছে নেতিবাচক রূপান্তর। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট শিক্ষা হয়ে উঠেছে দুর্লভ। ফলে আমরা অঘোষিত শিক্ষা সংকোচন নীতির করালগ্রাসে নিপতিত হয়েছি। এই অবস্থার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, গত ২১ বছরে পাঠ্য সূচিতে ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে ভবিষ্যত জনগোষ্ঠীকে বিকলাঙ্গ করে গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি যথাসম্ভব দ্রুত পাঠ্যসূচি থেকে দেশপ্রেম বিবর্জিত, নৈতিকতা হরণকারী উপাদানসমূহ বাতিল করে দেশ ও জাতিকে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

প্রধানমন্ত্রী ১৯৮৪ সালের বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৬ অনুচ্ছেদ এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সংবিধান ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা বিস্তারকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী একটি সুশিক্ষিত সভ্য জাতি গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাজী ফজলুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। বক্তব্য রাখেন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দক্ষিণ এশীয় অভিজ্ঞতার অনিল বর্ডিয়া মঞ্জুর আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ।